দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 29 MAY 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

049

বাংলাদেশে শিক্ষা পাঠ্যক্রম

ডঃ ফিরদৌস মাহবুব-উল-হক

শিক্ষার্থীকে উৎপাদনক্ষম মানবসম্পদে উন্নীত করা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। যা একদিকে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়িয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, অপরদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এহেন মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পাঠ্যক্রমের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ফলপ্রসূ পাঠ্যক্রমের মাধ্যমেই কেবলমাত্র কোন শিক্ষার্থীকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের উপযুক্ত করে তোলা যায়।

বাংলাদেশের শিক্ষা পাঠ্যক্রমের গোড়াপত্তন ঔপনিবেশিক আমলে। সে পাঠ্যক্রমের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পাক আমলেও হয়নি। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা এবং নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়নের একটি ব্যাপক প্রচেষ্টা নেয়া হয়। যার কিছু ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। আর এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে সেকথা বলা বোধ হয় সমীচীন হবে না। কিছু উন্নতি হয়েছে বৈ-কি ? তবে আরো অনেক বাকী। সে প্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য উপস্থাপনই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। যা হয়তো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নীতিনির্ধারক এবং ব্যবস্থাপকদের কাজের জন্য সহায়ক হতে পারে।

বাংলাদেশে তিন স্তরবিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থায় কিরূপ পাঠ্যক্রম হওয়া উচিত তার একটা সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব দেয়া হলো। উল্লেখ্য, প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীকে মৌলিক স্তর, নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীকে মাধ্যমিক স্তর এবং প্রথম স্নাতক পর্যায় থেকে সর্বশেষ স্নাতক পর্যায়কে উচ্চস্তর ধরে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

মৌলিক পর্যায়ে (প্রথম-অষ্টম শ্রেণী) পাঠ্যক্রম বাংলা, ইংরেজী, অংক, সমাজ পরিচিতি, প্রকৃতি পরিচিতি এবং ধর্ম শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়াও এ পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে থাকবে আরো দুটো বৃত্তিমূলক বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওয়েলডিং সিট মেটাল ওয়ার্ক, ইলেকট্রিফিকেশন, পোলট্রী, প্লান্টেশান ইত্যাদির মধ্য থেকেই বেছে নিতে হবে প্রস্তাবিত দু'টি বৃত্তিমূলক বিষয়। সঙ্গীত, ললিতকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদিও বৃত্তিমূলক কোর্সগুলোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বৃত্তিমূলক কোর্সগুলো প্রথম শ্রেণী থেকে চালু না হয়ে চতুর্থ শ্রেণী থেকে চালু হবে। কেননা নিম্ন শ্রেণীর শিশুরা এ ধরনের কোর্স গ্রহণে অপারগ হওয়ারই কথা। এছাড়া শারীরিক শিক্ষাও সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, ইংরেজী প্রথম শ্রেণী থেকেই চালু করা প্রয়োজন। যাতে পরবর্তীকালে এ বিষয়ে শিক্ষার্থী পারদর্শী হতে পারে। ইংরেজীকে উর্দুর মত বাংলার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যুক্তিযুক্ত নয়। উর্দুকে বাংলার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছিল আমাদের জাতিসত্তার ভিত্তিতে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজীর মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, জ্ঞান ও প্রাযুক্তিক আদান-প্রদান চলে। ইংরেজী শিক্ষা তুলে দেয়া এমনকি কমিয়ে দেয়া বোধ হয় সমীচীন নয়। এক কথায় আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে দ্বিভাষিকভিত্তিতে। ইংরেজীকে শিক্ষার ক্রম থেকে বাইরে রেখে সম্ভবতঃ সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে অধিকতর সুযোগ গ্রহণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

সমাজ পরিচিতি এবং প্রকৃতি পরিচিতি আলাদাভাবে প্রথম শ্রেণী থেকেই চালু করা প্রয়োজন। যা পরবর্তীতে মৌলিক পর্যায়ের শেষ অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চলবে। এখানে বলে রাখা যেতে পারে বর্তমানে প্রচলিত পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) ও পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) এর স্থলে যথাক্রমে সমাজ পরিচিতি ও প্রকৃতি পরিচিতি নামকরণের প্রস্তাবই মূলতঃ এ প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। সকল সমাজ বিষয়ক বিষয়াদি (অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাজনৈতিক ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি) সমন্বয়ে সমাজ পরিচিত এবং সকল প্রকৃতি বিষয়ক বিষয়াদি (জড় বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি) সমন্বয়ে প্রকৃতি পরিচিতি প্রণীত হবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে (নবম-দ্বাদশ শ্রেণী) নবম শ্রেণী থেকেই বিভাগীয়করণ প্রথা চালু রাখা সমীচীন যা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চলবে। অধিকন্তু এ পর্যায়ে শিক্ষাদান একই ব্যবস্থাপনায় একই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। এ স্তরকে আধা-বিশেষজ্ঞ স্তরও বলা যেতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে মূলতঃ দু'টি বিভাগেই বিভাগভুক্ত করা শ্রেয়। একটি তাদের জন্য যারা পরবর্তীতে সমাজ সম্পর্কিত বিষয়ে (কলা, বাণিজ্য, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি) উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে। এ বিভাগটির নাম মানবিক বিভাগ হতে পারে। আর অপরটি সেসকল শিক্ষার্থীর জন্য যারা পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে প্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয়ে (জড় বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি) উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে এ বিভাগ বিজ্ঞান বিভাগ নামে অভিহিত হবে।

মাধ্যমিক বা আধা-বিশেষজ্ঞ স্তরে বাধ্যতামূলক বিষয় হবে চারটি, যা উভয় ভাগভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্যই একরূপ এবং অবশ্য পাঠ্য হবে। এগুলোর মধ্যে থাকবে বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ জ্ঞান ও একটি বৃত্তিমূলক বিষয়। পুনরুল্লেখ হলেও বলে নেয়া যায় যে, বৃত্তিমূলক বিষয়টি হবে কৃষি, সার প্রয়োগ, ভূমিচাষ, সেচ ব্যবস্থা, ধান চাষ, কুটির শিল্প, সীট মেটাল ওয়ার্ক, ওয়েলডিং, সঙ্গীত, ললিত কলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি বিষয়ের যে কোন একটি। সাধারণ জ্ঞান বিষয়টি দৈনন্দিন সামাজিক জ্ঞান ও প্রাকৃতিক জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়াদি সমন্বয়ে প্রণীত হবে। মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাধারণ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাধারণ সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রদান ও উভয় বিভাগভুক্ত শিক্ষার্থীদের চলতি বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানই এ বিষয়টি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও

দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 29 MAY 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

প্রতি ভাগভুক্ত শিক্ষার্থীর জন্য আরো দু'টি বিষয় থাকবে। তবে তা উভয় বিভাগের (মানবিক/বিজ্ঞান) শিক্ষার্থীর জন্য একরূপ হবে না। যারা মানবিক বিভাগে পড়বে তাদের বিষয় দুটো হবে সমাজ পরিচিতি ও গণিত। সমাজ পরিচিতি বিষয়টি উচ্চ শিক্ষা স্তরে সমাজ সম্পর্কিত বিষয়াদি (অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, ইতিহাস, রাজনৈতিক, ভূগোল, বাণিজ্য, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি) সমন্বয়ে ও ওগুলোর ভিত্তিতে রচিত হবে। আর এ বিভাগের শিক্ষার্থীর জন্য গণিত প্রণীত হবে তাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে। যেহেতু পরে তারা সমাজ সম্পর্কিত বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ করবে অতএব তাদের গণিতের পাঠ্যক্রম রচিত হবে সে পর্যায়ে অর্থনীতি, বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণে সহায়ক।

মাধ্যমিক তথা আধা-বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে যারা বিজ্ঞান বিভাগে পড়বে তাদের দুটো বিষয় হবে, যথাক্রমে প্রকৃতি পরিচিতি ও গণিত। প্রকৃতি পরিচিতি বিষয়টি প্রকৃতি বিষয়ক বিষয়াদি (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি) সমন্বয়ে প্রণীত হবে। আর এ বিভাগের গণিতের পাঠ্যক্রম মানবিক বিভাগের গণিতের পাঠ্যক্রমের মত হবে না। যেহেতু এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে প্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করবে অতএব তাদের গণিতের পাঠ্যক্রম সে প্রয়োজনীয়তার নিরিখেই প্রণয়ন করতে হবে। তবে দুটো বিভাগের গণিতের পাঠ্যক্রমে স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু সামঞ্জস্য থাকবে। অধিকন্তু উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও উভয় বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য দুটো পত্রের একটি ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনের সুযোগ থাকতে পারে। সে বিষয়ে প্রাপ্তব্য নম্বরের একটি অংশ শিক্ষার্থীর ফলাফল/ ডিভিশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচিত হতে পারে। মৌলিক পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ে একটি পত্র এবং মাধ্যমিক তথা আধা-বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সাধারণ জ্ঞান ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে একটি পত্র এবং অন্য বিষয়গুলোতে দুটো পত্র থাকতে পারে।

সবশেষে উচ্চস্তরের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ স্তরের শিক্ষা বলতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাকে বুঝে থাকি। আর এ স্তরে নিতান্তই বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও এর অনেক ত্রুটি রয়েছে। যেমন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় দেয় পাস কোর্সের ব্যাচেলর ডিগ্রির পাঠ্যক্রম। এ ক্ষেত্রে একজন ছাত্রকে বিশেষজ্ঞ করার স্থলে সর্বজ্ঞ করার চেষ্টা হয়। তাকে তিন থেকে পাঁচটি বিষয় পড়তে হয়। যা নিতান্তই অনুচিত। এ ছাড়া এ পর্যায়ের পেশাদারী শিক্ষায় অনেক বিষয় পড়ানো হয় যা একজন শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় এ সকল বিষয়ের ওপর গবেষণা প্রয়োজন। গবেষণার আলোকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও প্রচলন সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করবে।